‘বিয়ের প্রলোভন’ প্রসঙ্গে

তানিয়া কামরুন নাহার

প্রথমেই একটা গল্প বলে নেব। গল্প হলেও এরকম ঘটনা বাস্তবে প্রায়ই ঘটে থাকে। মঈনুল আহসান সাবের-এর ‘কয়েকজন অপরাধী’ উপন্যাসের একটি অংশ আপনাদের বলব। এই উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্র কোনো না কোনোভাবে সমাজ ও আইনের চোখে অপরাধী। আমাদের সমাজে যতরকম অপরাধ হতে পারে, তার প্রায় সবটাই এই উপন্যাসে রয়েছে। একটি অপরাধের সাথে আরেকটি অপরাধ সুন্দর মালার মতো বিন্যস্ত, একে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলবার অবকাশ নেই। এখন এই উপন্যাসের সামান্য একটি অংশ ও একটি অপরাধ নিয়েই এখানে কথা বলব।

ধনাঢ্য পরিবারের উচ্ছন্নে যাওয়া এক তরুণ তার প্রেমিকাকে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনে রাজি করায়। এজন্য সে নানারকম কৌশল প্রয়োগ করতে থাকে বেশ অনেকদিন যাবৎ। প্রেমিকাকে অন্যদের সামনে ‘হবু বউ’ হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয় শুধু মেয়েটির আস্থা অর্জনের জন্য। এই গল্পে মেয়েটিও অপরাধী। কেননা, তরুণের অর্থ-সম্পদের প্রতি মেয়েটির এক ধরনের প্রচ্ছন্ন লোভ ছিল। নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েটিকে খুব সূক্ষ্মভাবে এই লোভগুলো দেখানো হয়। তরুণটির ক্রমাগত অনুরোধ, অভিমান, জেদের ফলে মেয়েটি একসময় শারীরিক সম্পর্কে যেতে সম্মতি জানায়।

তারা দুজন তরুণের বন্ধুর বাসায় গিয়ে মিলিত হয়। এটি ছিল তরুণ ও তার বন্ধুদের সাজানো নাটকের একটি অংশ, যেখানে তরুণটি সচেতনভাবেই মেয়েটিকে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনে রাজি করায়। এরপর তরুণের বন্ধুরাও তাদের সাজানো নাটকের অংশ হিসেবে মেয়েটিকে ব্ল্যাকমেইলিং করে তাদের সাথেও মিলিত হতে জবরদস্তি করে। মেয়েটির কোনো উপায় থাকে না। সে গ্যাং রেপড হয়। প্রেমিক তরুণটি চাতুর্যের সাথে মেয়েটিকে এড়িয়ে চলে। গল্পের কোথাও মেয়েটি কারো কাছে অভিযোগ করে না।

এখন কিছু প্রশ্নের উত্তর খোঁজা যাক। মেয়েটি প্রথমে তার প্রেমিকের সাথে নিজের ইচ্ছেতেই মিলিত হয়েছিল। মেয়েটি যদি গ্যাং রেপড না-ও হতো, তবু তার প্রেমিকের সাথে শারীরিক সম্পর্কটি ধর্ষণ। কারণ, প্রেমিক তরুণটি যা করেছে তা প্রতারণা এবং এটি সে করেছে পূর্বপরিকল্পনামাফিক, সচেতনভাবে। মেয়েটিকে সে মিথ্যে কথা বলে চাতুর্যের সাথে ধর্ষণ করেছে। এমনকি মেয়েটি নিজেও বুঝতে পারছিল না যে, সে তার প্রেমিক দ্বারাই ধর্ষিত হতে যাচ্ছে। মেয়েটি যদি ঘুণাক্ষরেও টের পেত, যা ঘটতে যাচ্ছে তা ছেলেটির একটি চালাকির অংশ, তবে নিশ্চয়ই মেয়েটি রাজি হতো না।

প্রায়ই পত্রিকার পাতায় কিছু শিরোনাম দেখতে পাওয়া যায়, ‘বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে ধর্ষণ/প্রতারণা’ বিষয়ে। আজ পর্যন্ত কোনো পুরুষ কোনো নারীর বিরুদ্ধে এ জাতীয় অভিযোগ করে নি। শুধু নারীরাই এরকম অভিযোগ করে থাকে, যা অনেক সময় সবার কাছে হাস্যকর ঘটনা হয়ে যায়। কারণ, বিয়ের প্রলোভন আবার কী জিনিস? স্বেচ্ছায় প্রেমিকের সাথে যৌনসম্পর্ক স্থাপন করে পরে আবার ধর্ষণের অভিযোগ করা, এ বড়োই কনফিউজিং ব্যাপার! সম্পর্ক নানা কারণেই ভেঙে যেতে পারে, প্রতিশ্রুতিও

সব সময় রক্ষা করা সম্ভব হয় না, কিন্তু এজন্য পুরুষটির বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ আনাটা হাস্যকরই বটে।

এবার একটু ভেবে দেখা যাক যে, মেয়েরা এত সহজে বিয়ের প্রলোভনে পড়ে কেন?

বিয়েকে মেয়েরা তাদের জীবনের বিরাট একটা কিছু ভেবে থাকে। আসলে শুধু বিরাট কিছু নয়, তার জীবনের সব কিছুই ভেবে থাকে। আর এটা ভাবতে বাধ্য করে আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজ। এরকম যারা ভাবে, বিয়ের কথা বললে তারা সহজেই দুর্বল হয়ে পড়ে। দূরদৃষ্টি না থাকায় ভবিষ্যতে কী হতে পারে, তা নিয়ে তারা ভাবে না। দুর্ভাগ্যজনকভাবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এরা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী থাকে না। আসলে ঠিক বিয়ের প্রলোভন নয়, বিয়ের আশ্বাসেই নারীরা শারীরিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে, যেহেতু বিয়ে নিয়ে প্রায় সব নারীরই কম-বেশি কিছু স্বপ্ন থাকে।

বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে ধর্ষণ, পরে যৌতুক দাবি - NTV
www.ntvbd.com/.../বিয়ের-প্রলোভন-দেখিয়ে-ধর্ষণ-পরে... ▾ Translate this page
মুন্সীগঞ্জের গজারিয়া উপজেলায় বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে এক তরুণীকে ধর্ষণ করা হয়েছে। এই অভিযোগে মামলার পর...

বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে গণধর্ষণ - Bangla Tribune
www.banglatribune.com › দেশ ▾ Translate this page
একটা সময় বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে বুধবার (২৫ জানুয়ারি) তাকে নিয়ে যায় ফরিদপুরে ভাঙ্গা উপজেলার সাউতিকান্দা গ্রামে তার এক আত্মীয়ের বাসায়। সেখানে নিরাকে নিজের স্ত্রী হিসেবে পরিচয় দেয় সে। তারপর রাতভর ধর্ষণ করে তাকে। পরদিন

বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে কলেজ ছাত্রীকে ধর্ষণ
www.mzamin.com/article.php?mzamin=107866 ▾ Translate this page
Mar 6, 2018 - ফরিদপুরের বোয়ালমারী উপজেলার গুনবহা ইউনিয়নের চাপালডাঙ্গা গ্রামের এক কলেজ ছাত্রীকে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে ধর্ষণ করেছে বলে বোয়ালমারী উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর অভিযোগ করেছে মেয়েটি। আজ ৭ই মার্চ এ বিষয়ে শুনানী হবে বলে জানান উপজেলা নির্বাহী অফিসার রওশন আরা পলি। লিখিত অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, ...

বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে এতিম কিশোরীকে ধর্ষণ || 320346 | Bangladesh ...
bd-pratidin.com/chayer-desh/2018/04/06/320346 ▾ Translate this page
Apr 6, 2018 - সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে এক এতিম কিশোরীকে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই ঘটনায় ধর্ষক.

বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে স্বামী পরিত্যক্ত নারীকে ধর্ষণ - Jagonews24
https://www.jagonews24.com/national/news/213985 ▾ Translate this page
স্বামী পরিত্যক্ত এক নারীকে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে ধর্ষণ করার অভিযোগে সুমন কুমার কুণ্ড নামে এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে...

বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে শারীরিক সম্পর্ক, অতপর..
pbd.news/.../বিয়ের-প্রলোভন-দেখিয়ে-শারীরিক-সম্প... ▾ Translate this page
বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে এক কিশোরীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে এক যুবক। এতে মেয়েটি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। ঘটনার পর ওই...

তবে সব সময় যে খুব সাধারণ মেয়েরাই এই বোকামিগুলো করে থাকে তা নয়। অনেক সেলিব্রেটিকেও এসব কারণে পত্রিকার শিরোনাম হতে দেখেছি আমরা। ক্রিকেটার রুবেল-হ্যাপির ঘটনা এখনো আমাদের বিনোদন দেয়। অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও হ্যাপি বিয়েকেই

জীবনের একমাত্র লক্ষ্য মনে করেছিল। অথচ পৃথিবীতে রুবেল ছাড়াও অসংখ্য পুরুষ রয়েছে, যাদের হ্যাপি ভালোবাসতে পারে, বিয়ে করতে পারে।

পুরুষরা কেন মেয়েদের বিয়ের প্রলোভন দেখায়?

কারণ, পুরুষ জানে এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে তার অপকর্মের কোনো বিচার হবে না। বরং নারীটিকেই পদে পদে নাজেহাল হতে হবে। এই সুযোগটি সহজেই পুরুষ নিতে পারে। আমি বলব না যে, পুরুষেরা সত্যি সত্যি ভালোবাসে না। অবশ্যই নারী-পুরুষ দুজন দুজনকে ভালোবেসে বিয়েতে ওয়াদাবদ্ধ হয়, বিয়ে করেও। আবার অনেক সময় দুজনের বোঝাপড়ায় সম্পর্কটি আর সামনে এগোয় না। কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক সমাজ পুরুষদের জন্য কিছু সুবিধা তো রেখেই দিয়েছে। একজন পুরুষ তাই সচেতনভাবেই ভালোবাসার নামে বা বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে অভিনয় করে যেতে পারে। কিছু পুরুষ তা দক্ষতার সাথে করেও বটে। আর তখনই 'বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে ধর্ষণ' বা এ ধরনের অভিযোগগুলো চলে আসে। দুজনের সম্পর্ক আদৌ ধর্ষণ নাকি পারস্পরিক সম্মতিতে ঘটেছে তা প্রমাণ করাও এত সহজ নয়। ফলে দোষটা প্রায় সময় অভিযোগকারী নারীর ঘাড়ে গিয়েই পড়ে।

সত্যিই ধর্ষণ নাকি অন্য কিছু?

বিয়ের আশ্বাসে নিজের সম্মতিতে শারীরিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার পর যখন বুঝতে পারে সম্পর্কটি আর কোনো কারণে টিকছে না বা টিকিয়ে রাখা সম্ভব হচ্ছে না, তখন কিছু নারী ধর্ষণের মিথ্যে অভিযোগ তুলে পুরুষটিকে আটকে ফেলতে চায়। কারণ, আমাদের দেশে ধর্ষণের একটি সহজ সমাধান হলো ধর্ষণের শিকার নারীকে ধর্ষকের সাথে বিয়ে দিয়ে সব মিটমাট করে ফেলা। তাই কাঙ্ক্ষিত পুরুষকে বিয়ে করার জন্য মরিয়া হয়েও অনেকে এরকম অভিযোগ করে থাকতে পারে। এরকম কিছু মিথ্যে অভিযোগের কারণে অনেক সত্য অভিযোগ চাপা পড়ে যায় কিংবা গুরুত্ব পায় না। যথাযথ বিচারও হয় না এসব অপরাধের। তাই ধর্ষণ অপরাধের জন্য অবশ্যই দৃষ্টান্তমূলক কঠোর সাজা নিশ্চিত করতে হবে। ধর্ষকের সাথে ধর্ষণের শিকার নারীর বিয়ে দিয়ে দেওয়ার অবিবেচক সংস্কৃতি বন্ধ করতে হবে। এতে মেয়েরা অন্তত এ শিক্ষা পাবে যে, ধর্ষণের মিথ্যে অভিযোগ তুলে কাউকে বিয়ে করে নিজের মতো করে পাওয়া সম্ভব নয়! এতে পুরুষরাও অহেতুক ধর্ষণের মিথ্যা অভিযোগের হয়রানি থেকে কিছুটা রেহাই পাবে।

বিয়ের পূর্বে নর-নারীর মধ্যকার প্রেম স্বাভাবিক। সেই প্রেমে যতই বিশ্বাস থাকুক, যতই আশ্বাস থাকুক, বিয়ের পূর্বেই প্রতারক প্রেমিকের খপ্পরে পড়ে গেলে একজন নারীকে ছলনার শিকার হতে হয়। আবেগিক দুর্বলতায় শারীরিক সম্পর্কে নিজেই সম্মতি দিয়ে বসতে পারে। এ ধরনের ঘটনায় একমাত্র নারীই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে; যেমন,

- সে ধর্ষণের শিকার হতে পারে;
- জানাজানি হলে নিজের ও পরিবারের সম্মানহানি হতে পারে;
- অন্তঃসত্ত্বা হয়ে যেতে পারে;
- গর্ভপাতের চেষ্টা করে স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়তে পারে বা মারাও যেতে পারে;

- সন্তান প্রসবের পর সন্তানের পিতৃপরিচয় নিয়ে জটিলতা তৈরি হতে পারে;
- ক্রমাগত ব্ল্যাকমেইলিংয়ের শিকার হতে পারে;
- পাচারকারী চক্রের হাতে পড়ে যেতে পারে।

এ ছাড়াও, এর মাধ্যমে অনেক সময় নারীকে সামাজিক, অর্থনৈতিক, শারীরিক ও মানসিকভাবে হয়রানিরও শিকার হতে হয়। এমনকি নারী খুনও হতে পারে।

যেহেতু এ ধরনের ঘটনায় নারীই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বেশি, তাই নারীদের এ ব্যাপারে অবশ্যই সচেতন হতে হবে। পরিবার থেকেও তাকে শিক্ষা দিতে হবে যে, বিয়েটাই জীবনের সব কিছু নয়। নিজের মেধা, যোগ্যতা, দক্ষতা বৃদ্ধিতে তার মনোযোগ দিতে হবে। প্রেমের সম্পর্ক সব সময় নাও টিকতে পারে। সম্পর্ক ভেঙে যেতে পারে। ভালো না লাগলে, ইচ্ছে করলে মেয়েটি নিজেই পুরুষটিকে লাথি দিয়ে সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসতে পারে।

প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় স্বেচ্ছায় শারীরিক সম্পর্কে জড়ালে পুরুষটিকে দোষারোপ করার বা অভিযোগ করার কিছুই নেই। নিজের সিদ্ধান্ত ও সম্পর্কের দায়িত্ব নিজে নেওয়া শিখতে হবে। সেই সাথে এটাও মনে রাখতে হবে যে, এটা বাংলাদেশ। পুরুষতান্ত্রিক এ সমাজে নারী ন্যায্য বিচার পায় না।

তানিয়া কামরুন নাহার লেখক। tanya.kamrun@yahoo.com